দৈনিক ইত্তেফাক
64
তারিখ ... ৮।৪।৯২ ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮ ... ...

অর্থের বিনিময়ে কলেজে ভর্তির অভিযোগ

রেজানুর রহমান ॥ সীমিত আসন সংখ্যার কারণে নগরীর কয়েকটি কলেজে ভর্তি সংকট তীব্র হইয়া ওঠায় গোপন যোগাযোগের ভিত্তিতে অর্থের বিনিময়ে

(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

অর্থের বিনিময়ে

(১ম পৃঃ পর)

ভর্তি প্রক্রিয়া চলিতেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ রহিয়াছে নির্দিষ্ট আসন সংখ্যার বাহিরে কোন কলেজে কোনভাবেই একজনকেও ভর্তি করা যাইবে না। নগরীর কয়েকটি কলেজ এই নির্দেশ নোটিস আকারে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া কৃত্রিম ভর্তি সংকট সৃষ্টি করিয়া নেপথ্যে অর্থের বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিতেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন ছাত্র, ঢাকার একটি নামকরা কলেজের নাম উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছে, ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ভর্তি চলিতেছে। হুমকি রহিয়াছে 'এই ব্যাপারে মুখ খুলিলে বড় রকম বিপদ হইতে পারে।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০শে মার্চ কলেজসমূহে মাষ্টার্স শ্রেণীর ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হইয়াছে। ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত বিলম্ব ফি ছাড়া অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া যাইবে। ইতিপূর্বে কোন কোন কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে তেমন কোন নিয়ম মানা হইত না। ভর্তির নির্দিষ্ট কোটা থাকিলেও তাহা মানা হইত না। কলেজ সমূহের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ব্যাপারে কড়া নিয়ম আরোপ করে। ফলে কয়েকটি কলেজে ছাত্র ছাত্রীদের ভোগান্তি শুরু হইয়াছে। কোথাও কোথাও ভর্তি প্রক্রিয়ার তেমন কোন নিয়ম মানা হইতেছে না। নির্দিষ্ট বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভর্তি করার নিয়ম থাকিলেও অনেক কলেজ ইহা অনুসরণ করিতেছে না। ভর্তির প্রচণ্ড চাপকে পুঁজি করিয়া কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হইয়াছে। অফিসের কেরাণী হইতে শুরু করিয়া অফিসার, ছাত্র-ছাত্রী প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ এমন কি শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও কেহ কেহ এই অবৈধ কাজে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, কয়েকটি কলেজের ব্যাপারে মৌখিক অভিযোগ প্রচুর। লিখিত অভিযোগ প্রদানের কথা বলিলেই অভিযোগকারীরা সরিয়া পড়েন। তাই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতেছে না।